তারিখ ..22 DEC 2002
পৃষ্ঠা – ৫ কলাম – ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর মানুষ যেখানে স্বদেশের উন্নয়নের জন্য কিংবা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে সেখানে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অনেক জাতীয় স্বার্থেও জাতীয় অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। এই কাহিনী নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হতে অদ্যাবধি বাঙ্গালী জাতির মতানৈক্যের বিভিন্ন স্রোত প্রকট ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা প্রবাহিত হওয়ার মত সুব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হচ্ছে। এই ধরনের মতানৈক্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে হয়ত থাকতেই পারে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে সেই স্রোত-ধারার সাথে মিশিয়ে জাতীয় স্বার্থকেও যখন জলাঞ্জলী দেয়া হয় তখন বিবেক সত্যি যন্ত্রণাকাতর হয়ে ওঠে।

আমি বলতে চাই ব্যক্তির হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য যে চতুর্মুখী স্রোতের ধারা সৃষ্টি হয়েছে সে জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও অনেকাংশে দায়ী। কারণ শিক্ষা এমনই একটি প্রক্রিয়া যা জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটতে থাকে যা শিশুর মননে ও চিন্তায় প্রভাব ফেলে, পুনর্গঠন করে এবং বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর ব্যক্তির বিভিন্ন কাজ-কর্মের ফলাফলকেই আমরা তখন মূল্যায়ন করে বলি সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষের অন্তর্নিহিত নান্দনিক ও মননশীল সুপ্ত সুকুমারবৃত্তির বিকাশই হল শিক্ষা যা আজ দায় ঠেকে আমরা সুশিক্ষা বলতে আগ্রহী। আর কুশিক্ষা হল এর বিপরীত কিছু যেখানে সামাজিক মূল্যবোধ বিবর্জিত ও নৈতিকতার ছোঁয়া নেই। এই প্রক্রিয়াটিকেই আমরা আবার সামাজিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও বলে থাকি।

বস্তুত শিশুর জন্মের পর থেকেই তার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে যে প্রক্রিয়ায় সেটিই শিক্ষা প্রক্রিয়া বলা যায়। এদের একটি হল আনুষ্ঠানিক এবং অন্যটি হল অনানুষ্ঠানিক। এই প্রসঙ্গে ামদভ উণষণহএর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়, I Belive that all education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the tace. The process begins unconsciously- almost at the birth, and is continually shaping the individual's powers, saturating his consciouess, forming his habits; training his ideas, and crousing his feelings and emotions.তিনি আবার বলেছেন, I Believe that this educational process has two sides. one psychological and one sociological; and that neither can be subordinated to the or neglected without evil result following.

বর্তমানকালে শিক্ষাবিদদের শিক্ষাভাবনা থেকেও দেখা যায় যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় এবং সে ধীরে ধীরে তার সত্তার বিকাশ ঘটায়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, বাংলাদেশে যে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলছে, যে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও অনিয়মের ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিকীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে তাতে আমাদের শিশুদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তি ও মননের বিকাশের চেয়ে এক ভয়াবহ চরিত্র গঠনই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে যেখানে কিছু দিন পর জাতীয় স্বার্থেও কতজন এগিয়ে আসবে তা ভাববার বিষয়। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই কোন না কোনভাবে দুর্নীতির ছত্রচ্ছায়ায় জরাগ্রস্ত। পক্ষান্তরে শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছে শিক্ষককে ফাঁকি দিতে, শিশুদেরকে অযত্নে লেখাপড়া করাতে, বাবাকে অফিস ফাঁকি দিতে, মাকে নির্যাতিত হতে, ভাইকে নকল করে ক্লাস অতিক্রম করতে, বোনকে এসিডদগ্ধ হতে যেগুলো কালান্তরে দেশের নীতি নির্ধারকগণও আশ্চর্য রকমভাবে লালন করে যাচ্ছেন। এই অসুস্থ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন কোন শিশু মানুষ হয় তখন সে কতটুকু সুস্থ মনের অধিকারী হবে যেখানে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সে জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে পারবে এটিই এখন প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে? বর্তমানে সর্বত্র দুর্নিবার অব্যবস্থা, অপ্রতিহত অনিয়ম, অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি যেভাবে আমাদের শিশুদের বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করছে সেখান থেকে এখনই পরিত্রাণের পথটি খুঁজে বের করা আবশ্যক। আজকে অনেক অশুভ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে মনে হয় যেন আমাদের সমাজ পরিত্যক্ত কোন ভাগাড়ে শকুনের খাওয়া এবং কংকাল ছাড়া আর কিছু নয়।

● ● ●

বর্তমানে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বৈষম্য রয়েছে এই বৈষম্যের ভিত্তিতে তাদের ভবিষ্যত অবস্থান পরস্পর বিপরীতমুখী এবং বিভিন্ন মেরুতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়ক শক্তি যার খেসারত পরবর্তী বংশধরকে যুগ যুগ ধরে দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-সরকারী বিদ্যালয়, আধা-সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বিভিন্ন ইংরেজী স্কুল, এনজিও স্কুল, মিশনারী স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, এতিমখানার মিশ্র শিক্ষালয় এবং তথাকথিত কিছু কিন্ডারগার্টেনে যে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলছে এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চরম বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে যার ভিত্তিতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতা বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠছে যা ভবিষ্যতের জন্য খুব সুখকর নয়।

● ● ●

মনেহচ্ছে চরম দেউলিয়াত্ব কাধে নিয়ে আমরা শুধু পথ থেকে পথে, প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর খাবি খাচ্ছি। আমাদের যেন কিছুই করণীয় নেই। এ সব দেউলিয়াত্বের অনেক কারণের মধ্যে সুশিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। শিক্ষার নামে আমরা শুধুমাত্র সনদপত্র সংগ্রহের দৌড়ে মরিয়া হয়ে শিক্ষা নামক বিকাশের নদীটি পাড়ি দিয়েছি যেখানে সত্যিকার বিকাশ ঘটেনি অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে সুশিক্ষিত হতে পারিনি। বিভিন্ন অশুভ বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়ে পাড়ি দিচ্ছি শিক্ষা বা বিদ্যাসাগর। গতানুগতিক ও প্রাগৈতিহাসিক চিন্তাভাবনা এবং চেতনাহীন জীবন যাপনের সাথে আমাদের জীবন যাপনের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে বলে তো মনে হয় না। সমকালীন অনেক ঘটনাই এই বক্তব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এতে মনে হয় আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছি অনিশ্চয়তার অন্ধকারের দিকে।

বলতে চেয়েছিলাম আমাদের নীতি নির্ধারকগণ জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য কতটুকু উদার? বর্তমানকালের শিশুদের সামাজিককরণ ও প্রাতিষ্ঠানিককরণের মাধ্যমে গড়ে উঠছে বিস্তর বৈষম্য। আর আজকের এই বিস্তর বৈষম্যের দায়ভার বহন করতে হবে জাতিকে। এর ভবিষ্যত কি হবে তা ভাবা দরকার। আমাদের দেউলিয়াত্ব যদি আমাদের শিশুদের উপর চাপিয়ে দিই তাহলে এই জাতি কোনদিন পথের দিশা পাবে না।

বর্তমানে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বৈষম্য রয়েছে এই বৈষম্যের ভিত্তিতে তাদের ভবিষ্যত অবস্থান পরস্পর বিপরীতমুখী এবং বিভিন্ন মেরুতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়ক শক্তি যার খেসারত পরবর্তী বংশধরকে যুগ যুগ ধরে দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-সরকারী বিদ্যালয়, আধা-সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বিভিন্ন ইংরেজী স্কুল, এনজিও স্কুল, মিশনারী স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, এতিমখানার মিশ্র শিক্ষালয় এবং তথাকথিত কিছু কিন্ডারগার্টেনে যে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলছে এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চরম বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে যার ভিত্তিতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতা বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠছে যা ভবিষ্যতের জন্য খুব আশঙ্কর কিংবা সুখকর নয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একই মহল্লা বা গ্রাম থেকে যে ছেলেরা সরকারী স্কুল পড়ছে তাদের মন মানসিকতা এক রকম, যে ছেলেরা এনজিও স্কুলে পড়ছে তাদের মন মানসিকতা অন্যরকম এবং যারা মাদ্রাসায় পড়ছে তাদের মন মানসিকতা অন্যরকম। এভাবেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলছে গোষ্ঠিভিত্তিক ক্যাডার, অনৈক্যের পুরোধা এবং বিভাজনের মহীপাল। এটি খুবই সত্য কথা যে, এই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুবাদেই তারা একই গ্রামরে কিংবা একই মহল্লার হয়েও তাদের মধ্যে বিরোধের একটি অদৃশ্য দেয়াল ক্রমাগত সুসংহত ও সুদৃঢ় হয়ে বেড়ে উঠছে যা ভবিষ্যতেও এই বিরোধ ভেঙ্গে একই গ্রামের বা মহল্লার হয়েও একই সারিতে দাড়াতে পারবে না কিনা সন্দেহ। এই বিভেদ ও বিরোধের পরিধি যেভাবে বিস্তার লাভ করছে তা ভবিষ্যতের জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক হবে তা একটু ভেবে দেখা দরকার আছে এবং এখনই প্রয়োজন।

[লেখক : প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থাকার]